দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

35

চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—২

# ২০জন শিক্ষক নাজেহাল॥ নিরাপত্তার অভাবে অনেকে ক্যাম্পাস ছেড়েছেন

শিক্ষকদের নাজেহাল করার প্রতিবাদে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একটানা ৮৫ দিন-ধর্মঘট পালন করা হয় ১৯৮৭-র ১৫ই অক্টোবর থেকে '৮৮'র ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়েছে এ ব্যাপারে। থানায় জিডি এন্ট্রিও করা হয়েছে কয়েকটি। কিন্তু কোন বিচার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক একযোগে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছিলেন তাদের নাজেহাল করার ব্যাপারে; কিন্তু আজও সেই অভিযোগের তদন্ত পর্যন্ত হয়নি।

(৭-এর পাতায় দেখুন)

## শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—২

(১ম পাতার পর)

সিণ্ডিকেট বৈঠকে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে সদস্যদের হুমকি ও গালাগাল দেয়ার ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একজন হল প্রাধ্যক্ষকে অস্ত্রের মুখে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। নাটক করার দায়ে একজন শিক্ষককে হুমকি দেয়া এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হয়।

শিক্ষকদের নামে বেনামী লিফলেট আর পোষ্টার প্রকাশিত হয় প্রায় নিয়মিত। এসব লিফলেট আর পোষ্টারের ভাষা এতই অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ যে, তা পত্রিকায় প্রকাশের যোগ্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মইনুল ইসলামকে মার্কসীয় তত্ত্ব পড়াতে বারণ করে দেয়া হয়েছে। ডঃ ইসলাম একদিন ক্লাস নিচ্ছিলেন এই বিষয়ে। এ সময় সশস্ত্র কয়েকজন কর্মী তাকে শাসিয়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর দু'জন শিক্ষক জানান, মার্কসবাদ, ডারউইন তত্ত্ব সহ 'অনৈসলামিক বিষয় পড়াতে বারণ করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে; কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অন্তত ১০ জন শিক্ষকের সাথে আলাপ করেছি। কিন্তু এদের সবাই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। কারণ হিসেবে তাঁরা নিরাপত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। শিক্ষকরা বলেছেন, 'আমরা বিপন্ন বোধ করছি।' আলাপকালে তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। সব সময়ই আতংক—কখন কি হয়।

একজন শিক্ষক জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগ রয়েছে। কিন্তু এই বিভাগে নাটকের মহড়া, নাটক করা সবই নিষিদ্ধ।

### দুটি খণ্ড চিত্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক সুলতান আহমদকে '৮৭ সালের জুন মাসে হল থেকে বের করে দেয়া হয় অস্ত্রের মুখে। তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় আর হলে আসতে বারণ করা হয়। অধ্যাপক সুলতান আহমদ লিখিতভাবে এই বিষয়টি উপাচার্যকে অবহিত করেন। ৬জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান উপাচার্যসহ কর্তৃপক্ষের কাছে। অধ্যাপক সুলতান আহমদ লিখিত অভিযোগপত্রে জানান, এই ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এর আগে তিনি পর পর দু'বার প্রক্টরের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। পরে অধ্যাপক সুলতান এ কারণে প্রাধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের প্রভাষক রেজাউল করিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উপাচার্য, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আবেদন করেছিলেন সন্ত্রাসের ব্যাপারে। প্রভাষক রেজাউল করিম লিখিত অভিযোগে বলেন, গত ৫/২/৮৭ তারিখ বেলা সাড়ে ১১টায় আমি আমার অফিস কক্ষে বসে কাজ করছিলাম। ঐ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি আমীর হোসেনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৩৫ জন ছাত্র আমার অফিসকক্ষে প্রবেশ করে। ছাত্রশিবির নেতা আমীর হোসেন একটা বাঁকা হাসি দিয়ে আমাকে বলে "স্যার আমরা এসে গেছি। সেজে গুজে এসেছি।' আমি তখন লক্ষ্য করতাম যে, তাদের প্রায় সকলের হাতেই বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র। পিস্তল, পাইপগান ও কারবাইন জাতীয় কয়েকটি অস্ত্র সুকৌশলে আমাকে দেখিয়ে দেয়া হয়। তবে তারা ঐ দিন আমার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। এই ঘটনার দু'দিন পর গত ৭-২-৮৭ তারিখ বেলা ১২টার সময় আমি আমার অফিস কক্ষে বসে কাজ করছি।